সংবাদ

তারিখ 03 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

পীরগঞ্জে জেএসসির ৪ পরীক্ষার্থী আটক

ইউএনও-ওসির পরস্পরবিরোধী বক্তব্য

প্রতিনিধি, পীরগঞ্জ (রংপুর)

পীরগঞ্জে জেএসসি পরীক্ষা দেয়ার সময় ৩ কলেজ ছাত্রসহ ৪ জনকে আটক করেছে ইউএনও। পরে তাদের পীরগঞ্জ থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার উপজেলার চতরা উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে ওই ৪ পরীক্ষার্থীকে আটক করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। পরে পীরগঞ্জ থানা পুলিশে সোপর্দ করলে পুলিশ পরীক্ষার্থীদের থানা হাজতে রাখে। ৪ পরীক্ষার্থী আটক ও থানা হাজতে রাখা নিয়ে ইউএনও-ওসির পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, চলতি বছর উপজেলার ৯টি কেন্দ্রে জেএসসি পরীক্ষায় ৫ হাজার ১৪ ও জেডিসির দুটি কেন্দ্রে ১ হাজার ৮০ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। এদিকে চতরা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ১৩টি বিদ্যালয়ের ৫০১ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। ওই কেন্দ্রে কুমারপুর নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৩৫ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। গোপন সংবাদ পেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কমল কুমার ঘোষ ওই কেন্দ্রে গিয়ে কলেজ পড়ুয়া ৩ জেএসসি পরীক্ষার্থীসহ ৪ জনকে হাতেনাতে আটক করেন। আটককতরা হলো- উপজেলার ঘাঘিপুর গ্রামের সিরাজুল ইসলামের পুত্র ও চতরা ডিগ্রি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র শামীম মিয়া, একই গ্রামের রাজু মন্ডলের পুত্র ও ইকলিমপুর আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয়ের গত এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্র মোহাম্মদ আলী রুবেল এবং গোবিন্দপাড়া গ্রামের আবদুল মালেকের পুত্র নাজমুল হোসাইন ও চন্ডিদুয়ার গ্রামের হামিদুর রহমানের পুত্র জামিরুল ইসলাম। এরা দু'জনই চতরা বিজ্ঞান ও কারিগরি কলেজের ১ম বর্ষের ছাত্র। আটককৃত ওই ৪ পরীক্ষার্থী উপজেলার কুমারপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

অভিযোগ উঠেছে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কোহিনুর বেগম তার বিদ্যালয়ের কাম্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের বেতনভাতা ঠিক রাখতে উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের দিয়ে জেএসসি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করালেও এবারে তার বিধিবাম হয়। কুমারপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কোহিনুর বেগমের মুঠোফোনে একাধিকবার ফোন ও ক্ষুদেবার্তা দিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আলহাজ মাহাতাব হোসেন বলেন, 'উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষার্থী দিয়ে জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করানো এটা শিক্ষকতার নৈতিকতার মধ্যে পড়ে না। ওসি রেজাউল করিম আটককৃত ৪ পরীক্ষার্থীর থানা হাজতে থাকার কথা স্বীকার করে বলেন, 'উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কমল কুমার ঘোষ জানান, 'ওরা শিশু। তাদের বহিষ্কার করা হয়েছে। অপরাধী শিশুরা না। শিশুদের দিয়ে যারা এ অনৈতিক কাণ্ড করেছে তাদের খুঁজে বের করার জন্য ওই শিশুদের আমাদের হেফাজতে রাখা হয়েছে। প্রকৃত অপরাধীদের শনাক্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।